24

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

দ্বীপের নাম ভোলা

নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন শুরু

মাইনুল হাসান॥ অবহেলিত ভোলা জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে এক দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে। চারিদিকে নদীপরিবেষ্টিত কতগুলি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই জেলায় শিক্ষিতের হার বরিশাল বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় কম। ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার লোক অধ্যুষিত ভোলায় শিক্ষিতের হার ২০ দশমিক ১ ভাগ। পাশাপাশি বরিশাল জেলার শিক্ষিতের হার ৪০ দশমিক ৯ ভাগ। পটুয়াখালীতে ৩০ ভাগ, পিরোজপুরে ৩৯ দশমিক ২৩, বরগুনায় ৩৩ দশমিক ২ এবং ঝালকাঠীতে ৪১ দশমিক ৩ ভাগ। অশিক্ষার হাত হইতে ভোলাকে রক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে শুরু হইয়াছে আন্দোলন। নামকরণ হইয়াছে 'ভোলা নিরক্ষরতা মুক্তি আন্দোলন'। ভোলা সদর থানায় পরীক্ষামূলক ভাবে ২৬শে মার্চ এই (২য় পৃঃ দ্রঃ)

দ্বীপের নাম ভোলা

(১ম পৃঃ পর)

কর্মসূচী শুরু হইয়াছে। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহান। ভোলার জেলা প্রশাসক সেকেন্দার আলী মণ্ডল এ আন্দোলনের মূল পরিকল্পনাকারী। অভিযানে তাহার সহযোদ্ধা হইতেছেন পুলিশ সুপার জমসেদ উদ্দিন ভূঞা। ভোলা সদর থানাকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য পৌর এলাকার বাইরে ৩৯টি ওয়ার্ডে খোলা হইয়াছে ৩,৯১৪টি শিক্ষাদান কেন্দ্র। শহরের তিনটি ওয়ার্ডে খোলা হইতেছে আরও ১১২টি কেন্দ্র। গতকাল বুধবার শহরের কর্মসূচী উদ্বোধন করা হয়। বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার এম, এ, রশীদ শিক্ষকদের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধনের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। ভোলা সদর থানার ৩,৮২,৩৬৬ জন অধিবাসীর মধ্যে ১,০৫,৩০৪ জন নিরক্ষর। তাহাদের বয়স ১১ হইতে ৪৫ বছরের মধ্যে। গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য ৪,২১৯ জন প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২০ হইতে ৩০ জন শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করিতেছে। মসজিদ ভিত্তিক কেন্দ্রগুলি ফজরের নামাজের পর শুরু হইতেছে। মহিলাদের কেন্দ্র চলে বিকালে। কর্মজীবী নিরক্ষরদের জন্য কেন্দ্র চলে রাতে। এ ধরনের কেন্দ্রের সংখ্যা বেশী। হাটবার ভিন্ন সপ্তাহের বাকী ৬ দিন ক্লাস চলে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ সেট বই, ১টি শ্লেট ও প্রয়োজনীয় চক দেওয়া হইতেছে। ক্লাসের জন্য হোগলা, ব্ল্যাক বোর্ড, হেরিকেন, কেরোসিন ইত্যাদি উদ্যোক্তারা সরবরাহ করেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২১ দিনের মধ্যে কোরান শরীফ পড়া শিক্ষা দেওয়া এবং ৪৫ জনের মধ্যে বাংলা লেখা ও পড়ার জ্ঞান দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হইয়াছে। কর্মসূচী অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে জেলা প্রশাসকের আহ্বানে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাহাদের এক দিনের বেতন দান করিয়াছেন। ইউপি চেয়ারম্যানদের উদ্যোগে থানা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তহবিল হইতে ১০ ভাগ অর্থ এই কর্মসূচীতে প্রদান করিয়াছে। ইহাছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর বরাদ্দ করিয়াছে ৯১ লক্ষ টাকা। প্রায় এক কোটি টাকা লইয়া কর্মসূচীর যাত্রা শুরু হইয়াছে। জেলা প্রশাসক সেকেন্দার আলী মণ্ডল জানান, ৬ মাসের মধ্যে সদর থানাকে নিরক্ষরমুক্ত করা যাইবে। পুলিশ সুপার জামসেদ ভূঞা বলেন, এ সামাজিক আন্দোলনে পুলিশ বাহিনী সহায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে। বিভাগীয় কমিশনার এম,এ রশীদ বলেন, এই কর্মসূচী সফল হইলে সারাদেশে ইহা মডেল হিসাবে চালু করা যাইবে।